সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণে কৃষক ভাইদের করণীয়

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, "আগামী তিন বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদার চল্লিশ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে"। ধানের উৎপাদন না কমিয়ে মাঝারী উঁচু বা উঁচু জমিতে উচ্চফলনশীল এবং স্বল্প মেয়াদী আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে খুব সহজেই সরিষা চাষ করে প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য দরকার সঠিক সময়ে সঠিক জাতের আমন, সরিষা ও বোরো ধানের চাষাবাদ।

রোপা আমনের স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাত:

ব্রি ধান-৭১ (জীবনকাল-১১৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
ব্রি ধান-৭৫ (জীবনকাল-১১৩ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
ব্রি ধান-৮৭ (জীবনকাল-১২৭ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২২ মণ)
ব্রি ধান-৯০ (জীবনকাল-১১৭ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ১৭ মণ)
ব্রি ধান-৯৫ (জীবনকাল-১২৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৯ মণ)
ব্রি ধান-১০৩ (জীবনকাল-১৩৫ দিন, ফলন-বিঘা প্রতি ২৭ মণ)
বিনা ধান-১৬ (জীবনকাল-১০৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ১৮ মণ)
বিনা ধান-১৭ (জীবনকাল-১১৮ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২৩ মণ)
বিনা ধান-২২ (জীবনকাল-১০০ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ২২ মণ)
ব্রি হাইব্রিড ধান-৪, ব্রি হাইব্রিড ধান-৬ ও বেসরকারি জনপ্রিয় হাইব্রিড জাত

সরিষার স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাত:

বারি সরিষা-১৪ (জীবনকাল ৭৫-৮০ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৫ মণ)
বারি সরিষা-১৫ (জীবনকাল ৮০-৮৫ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৫.৫ মণ)
বারি সরিষা-১৭ (জীবনকাল ৮২-৮৬ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৬ মণ)
বারি সরিষা-৪ (জীবনকাল ৮৫-৮৮ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৬ মণ)
বিনা সরিষা-৯ (জীবনকাল ৮০-৮৪ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৭ মণ)
বিনা সরিষা-১১ (জীবনকাল ৮০-৮৩ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৭ মণ)

সরিষার অধিক জীবনকাল সম্পন্ন জাত:

বারি সরিষা-১৮ (জীবনকাল ১০০ দিন, ফলন- বিঘা প্রতি ৭-৮ মণ)

স্বল্পজীবনকালের আমন চাষ করে সঠিক সময়ে সরিষা বপন করা যায়।
স্বল্পজীবনকালের সরিষা চাষের পর সঠিক সময়ে বোরো চাষ করে **বোরো-পতিত-রোপা আমন** শস্য বিন্যাসের জমিকে **সরিষা-বোরো-রোপা আমন** বিন্যাসে রূপান্তর করা যায়।

১৫ অক্টোবর হতে ১৫ নভেম্বর এর মধ্যে
(১ কার্তিক হতে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত)

সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া যাবে।

সরিষার হোয়াটমোল্ড রোগ দমন:
ট্রাইকো কম্পোস্ট ৫ মণ বিঘাপ্রতি মুল চাষের সময়, বীজ শোধন করা, জমিতে অধিক রস না রাখা ও আক্রান্ত ক্ষেতে ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- রোভরাল ২ গ্রাম ৭-১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

বীজ শোধন: এসিফ্লো ২.৫ মিলি অথবা প্রোভেক্স ৩ গ্রাম/কেজি

সরিষার সার বিঘা প্রতি
- বীজ ১ কেজি
- ইউরিয়া ৩৩-৩৭ কেজি
- টিএসপি ২২-২৪ কেজি
- এমওপি ১৩-১৪ কেজি
- জিপসাম ২০-২৪ কেজি
- দস্তা ১ কেজি
- বোরন ১ কেজি

সরিষার ফলন বৃদ্ধির জন্য → জিপসাম ও বোরন সার সঠিকমাত্রায় দেওয়া জরুরী

সরিষার বালাই ব্যবস্থাপনা:

জাবপোকা: ইমিডাক্লোরোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক টিডো অথবা ইমিটাফ ০.৫ মিলি প্রতি লি. পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করা।
আগাম চাষের সুবিধা: আশ্বিনের শেষ ভাগ ও মধ্য কার্তিক অর্থাৎ আগাম সরিষা বপন করলে জাব পোকার সংক্রমণ কম হয়।

সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমন:
বীজ শোধন করা, সঠিক সময়ে বপন করা ও আক্রান্ত ক্ষেতে ইপ্রোডিয়ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন- রোভরাল ২ গ্রাম অথবা এমিস্টার টপ ১ মি.লি. প্রতি লি. পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

সরিষার তেলের উপকারিতা

১. সরিষার তেলে উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করা যায়, ফলে তেল কম লাগে।
২. সরিষার তেল ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবে, প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন হিসেবে, জয়েন্টের বাত ও ব্যথা ও চুলের প্রাকৃতিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।
এছাড়া কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে কৃষি কল সেন্টারে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবড়ি, ঠাকুরগাঁও

মুদ্রণ সন: অক্টোবর ২০২৩ মুদ্রণ সংখ্যা: ১০,০০০ কপি